সংবাদ

তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

নারায়ণগঞ্জে পরীক্ষার্থীদের 'সুবিধা' দিতে সমঝোতা!

৩ কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার তিনটি কলেজ নিজেদের পরীক্ষার্থীদের সুবিধা দিতে সমঝোতা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কলেজের শিক্ষকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করতে টেস্ট পেপার ঘেটে প্রস্তুতি নেয়ার। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) শাহীনারা বেগম জানিয়েছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাযথ নজরদারি থাকবে। কাউকে কোন অনৈতিক সুবিধার সুযোগ দেয়া হবে না। নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার বন্দর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাজী ইব্রাহীম আলম চান স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং কদম রসুল কলেজের মধ্যে এ সমঝোতা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেন, গত রোববার ও সোমবার এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ডেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যক্ষরা পরস্পরের শিক্ষার্থীদের গত বছরের মতোই 'ছাড়' দেয়ার কথা বলেছেন। যারা পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটে থাকবেন তাদের বলা হয়েছে মোবাইল ফোনের বিষয়টা তারা যেন 'ওভারলুক' করেন। শিক্ষকদের বলা হয়েছে তারা যেন টেস্ট পেপার ঘেটে ও সাজেশন দেখে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখেন। পরীক্ষা শুরুর পরপর উত্তর নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাত্রকে সরবরাহ করা হবে। তাদের কাছ থেকে দেখে অন্যরা দেখে নেবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম বৃদ্ধির জন্য গতবারের মতোই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে শিক্ষকদের জানানো হয়। এ তিন প্রতিষ্ঠান থেকে এবার প্রায় ৯০০ পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে।

বন্দর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরুজ্জামান তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ অস্বিকার করে বলেন, আমি এসবের কোন কিছুই জানি না। এ ধরনের কোন সমঝোতা হয়নি। কেউ হয়তো আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য এসব বলছে। হাজী আলম চান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আহমদ হালিম মজুমদার অভিযোগের ব্যাপারে বলেন, জানিনা কে এ অভিযোগ করেছে। এ অভিযোগ সত্য না। আমার স্কুলের বিরুদ্ধে ১০-১৫ বছর আগে নিউজ ছাপা হতো। এখন হয় না। আমার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কদম রসুল কলেজের এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। আমরা তাদের ছাড় দেই না। তারাও আমাদের ছাড় দেয় না। আর তাদের ছাত্রদের আমরা হেল্প করব কীভাবে। তারা বেশিরভাগ কমার্সের ছাত্র। আমাদের সে মানের শিক্ষক নেই।

কদম রসুল কলেজের অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন জানান, আমরা কারো পক্ষে না। বিপক্ষেও না। শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যেভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেভাবেই কাজ করবো। যারা এরকম অভিযোগ করেছে এর কোন ভিত্তি নেই। তিনি জানান, এ কলেজ থেকে এবার ৩৯৭ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। আর এ কলেজ কেন্দ্রে এবার মোট ৬২৬ জন পরীক্ষা দেবে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শাহীনারা বেগম জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাযথ নজরদারি থাকবে। কাউকে কোন অনৈতিক সুবিধার সুযোগ দেয়া হবে না।